দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৪।৬।৮০

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিক্যাল কলেজের শূন্য আসন

১৯৮০-৮১ সনের এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। যাদের এবছর এসএসসি এবং এইচএসসির নম্বর মিলে গড়ে ন্যূনতম ৫৫% নম্বর ছিলো তারাই এমবিবিএস কোর্সের জন্যে দরখাস্ত করতে পেরেছিলো—যদিও প্রথমে যাদের ন্যূনতম ৬০% নম্বর ছিলো তাদেরকেই মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্যে ডাকা হয়েছিলো। এই ৬০% এবং তদূর্ধ্ব নম্বর ধারীদের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় এবং জেলা ভিত্তিতে এগারটি মেডিক্যাল কলেজে নির্বাচন করা হয়েছে। নিজের জেলার চেয়ে কিছু কম কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশী নম্বর থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্রছাত্রী বাদ পড়েছে।

এ বছর নির্দিষ্ট আসনের ১০% বেশী ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করেও কয়েকটা মেডিক্যাল কলেজে বেশ কিছু সীট খালি রয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে এই শূন্য আসনগুলো পূরণের জন্যে এবার ৫৫% এবং তদূর্ধ্বে নম্বরধারীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্যে ডাকা হবে। অর্থাৎ প্রথম বার যাদের মৌখিক পরীক্ষার জন্যে ডাকা হয়নি কিন্তু যাদের ফরম জমা নেয়া হয়েছিলো তাদের ডাকা হবে। এখন প্রশ্ন হলো সত্যিই যদি মেডিক্যালের সেই শূন্য আসনগুলো পূরণের জন্যে উপরোক্ত নীতি গ্রহণ করা হয় তবে সেটা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? প্রথমবার যারা মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েও শুধু মাত্র জেলা ভিত্তিক কোটার নির্মম শিকার হয়েছিলো তারা কি মেডিক্যালে পড়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য? যেখানে পুরো ব্যাপারটাই মোটামুটিভাবে নম্বরের ভিত্তিতে হচ্ছে, সেখানে শূন্য আসনগুলো পূরণে প্রথমে তাদেরই ডাকা উচিৎ যারা জেলা ভিত্তিক কোটায় বাদ পড়েছে। তাদের দ্বারাও যদি সব আসন পূরণ সম্ভব না হয় তখন দ্বিতীয়বারের মতো ৫৫% এবং তদূর্ধ্ব নম্বরধারীদের জন্যে মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে, পরিশেষে এই বলতে চাই যে প্রথমবার যারা জেলা ভিত্তিক কোটায় বাদ পড়েছে তাদের প্রতি যেন কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি পড়ে।

—সৈয়দা ওবায়দা হক
লালমাটিয়া, ঢাকা-৭।